রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৯, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৩ কার্তিক ১৪২৭/২৯ অক্টোবর ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.২৫৬—দেশের খ্যাতিমান ও প্রবীণ আইনজীবী এবং সাবেক অ্যাটর্নি-জেনারেল ব্যারিস্টার রফিক-উল হক গত ২৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

২। ব্যারিস্টার রফিক-উল হক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৯ কার্তিক ১৪২৭/২৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

০৯ কার্তিক ১৪২৭

ঢাকা: ----------

২৫ অক্টোবর ২০২০

দেশের খ্যাতিমান ও প্রবীণ আইনজীবী এবং সাবেক অ্যাটর্নি- জেনারেল ব্যারিস্টার রফিক-উল হক গত ২৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

জনাব রফিক-উল হক ০২ নভেম্বর ১৯৩৫ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর এবং এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করে আইনজীবী হিসাবে কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি যুক্তরাজ্যের লিঙ্কনস-ইন থেকে বার-এট-ল সম্পন্ন করে ১৯৬২ সালে ঢাকায় চলে আসেন। জনাব রফিক-উল হক ১৯৬৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আইনচর্চা শুরু করেন এবং ১৯৭৫ সালে আপিল বিভাগে সিনিয়র আইনজীবী হন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি ১৯৯০ সালের ০৭ এপ্রিল থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যারিস্টার রফিক-উল হক কর্মজীবনে সুদীর্ঘ ছয় দশক যাবৎ আইনপেশায় আত্মনিয়োজিত থেকে একজন যশস্বী, প্রাজ্ঞ ও দক্ষ আইনজীবী হিসাবে তাঁর অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর পেশাদারিত্ব, গভীর সাংবিধানিক প্রাজ্ঞতা ও সুতীক্ষ্ণ যুক্তিবোধ সর্বক্ষেত্রেই তাঁকে একজন সফল আইনবেত্তা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর সুখ্যাতির কারণে দেশের উচ্চ আদালতকে সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেকবার তিনি অ্যামিকাস কিউরি'র দায়িত্ব পালন করেন। দেশের জ্যেষ্ঠ ও উচ্চ- পেশাগত মানসম্পন্ন এই আইনজীবীর সান্নিধ্যে এসে অনেকেই আইন পেশায় উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছেন।

জনাব রফিক-উল হক অত্যন্ত মানবিকতাবোধসম্পন্ন একজন মানুষ ছিলেন। আইনপেশার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সম্পৃক্ততা। তাঁর উপার্জনের সিংহভাগই তিনি ব্যয় করেছেন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে। দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছেন বেশ কয়েকটি হাসপাতাল, এতিমখানা, মসজিদ ও মেডিক্যাল কলেজ। তিনি বারডেম হাসপাতাল, আহছানিয়া মিশন ক্যানসার হাসপাতাল ও আদ-দ্বীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ অসংখ্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে জনাব রফিক-উল হক ছিলেন অমায়িক, বন্ধুবৎসল, স্পষ্টভাষী, সদালাপী ও সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত একজন মানুষ। তিনি আদর্শ, নীতিনিষ্ঠতা ও দক্ষতার জন্য সর্বমহলে সুপরিচিত, সম্মানিত ও সমাদৃত ছিলেন।

দেশের খ্যাতিমান ও প্রবীণ আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিক-উল হক-এর মৃত্যুতে দেশের আইন অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপরিসীম শূন্যতা। জাতি হারাল এক বিশিষ্ট সমাজকর্মীকে।

মন্ত্রিসভা ব্যারিস্টার রফিক-উল হক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd